

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যক্রম : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মোঃ মোশারফ হোসেন মৌল্লা*

এএফএম আমীর হোসেন**

Abstract: *With highly technological advancement the post is undergoing a tremendous change over the world. The postal system is receiving headway worldwide by attaining professionalism and thus proclaiming its existence. Bangladesh Post is lagging far, its existence in this high-tech era of science. Bangladesh Post requires to undertake measures, which can cater to the need of the people. It should first recognise its total strength and with the use of that possibility it should satisfy the demand of the age.*

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিখ্যাত পর্যটক এবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী থেকে জানা যায় যে চোদ্দ শতকে সম্রাট মোহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি যখন এদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন অনেক ডাক হরকরাকে দেখেছেন, যারা রুকা (চিঠি) বিলি করছে। সে সময় দুই ধরনের ডাক ব্যবস্থা চালু ছিল। একটির পরিচালনায় ছিল সুলতানের ঘোড়াসওয়ার বাহিনী। এরা রীলে পদ্ধতিতে প্রতি চার মাইল পর পর অপর ঘোড়া ছাড়ার নিকট হস্তান্তর করত। এই ব্যবস্থাকে বলা হত এল উলাক। দ্বিতীয় ধরনের ডাক ব্যবস্থায় কাসাদ নামে পরিচিত ডাকবাহকেরা পায়ে হেটে ডাক আনা নেয়া করত। এল-দাবাহ নামে এই পদাতিক বাহিনী রীলে পদ্ধতিতে প্রতি তিন মাইল পর পর অন্যের হাতে ডাক হস্তান্তর করত। অল্প দূরত্বে দ্রুত ডাক চলাচল নিশ্চিত করার জন্য জদাতিন রীলে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।^১

মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে ডাক যোগাযোগের নিদর্শনস্বরূপ ডাক চৌকির উপস্থিতি ও কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে বিদ্যমান ছিল। পাঠান সম্রাট শেরশাহ সর্বপ্রথম সুষ্ঠুভাবে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। "The use of 'Dak-chauki' was later extended by Sher Shah who established 'Caravansaries' (rest house) every two miles along a road of fifteen hundred miles from Sonargoan (in Bengal) to the Indus (at present in Pakistan). He also built up mounted posts at regular intervals."^২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য আসার পর থেকে ডাক চলাচল

* ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

** সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

ব্যবস্থা উন্নত ও নিয়মিত হয়েছে। কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড হেসটিংস ডাক ব্যবস্থাকে ডেলে সাজানোর জন্য প্রথম বারের মত একজন পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত করেনথেকে ডাক ব্যবস্থা দক্ষতার সাথে চলাচলের জন্য সকল ক্ষমতা প্রদান করে। "It began as a network mainly to convey the letters of the East India Company which had trade Posts in many parts of administration of the sub-continent in 1820, it emerged as a public service wing of the government, The Post Telegraphs department." °

১৮৯৮ সালের পোস্ট অফিস এ্যাক্ট এর মাধ্যমে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে ডাক বিভাগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এই আইনটিকে Adopt করে পাকিস্তান ডাক বিভাগ পরিচালনা করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সেই পোস্ট অফিস এ্যাক্ট সংশোধন করেই বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

২. ডাক বিভাগের বৈশিষ্ট্য

বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে আলাদাভাবে স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

২.১ আন্তর্জাতিক সংগঠনের পার্টনার : ডাক বিভাগ একইসাথে আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউ পি ইউ) পার্টনার। ইউ পি ইউ-র অন্যান্য সদস্যদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডাক বিভাগ ইউ পি ইউ কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ডাক সেবা প্রদান করে থাকে।

২.২ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : ডাক বিভাগ ফরেন মনিঅর্ডার ও টারমিনাল ডিউজ এর মাধ্যমে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

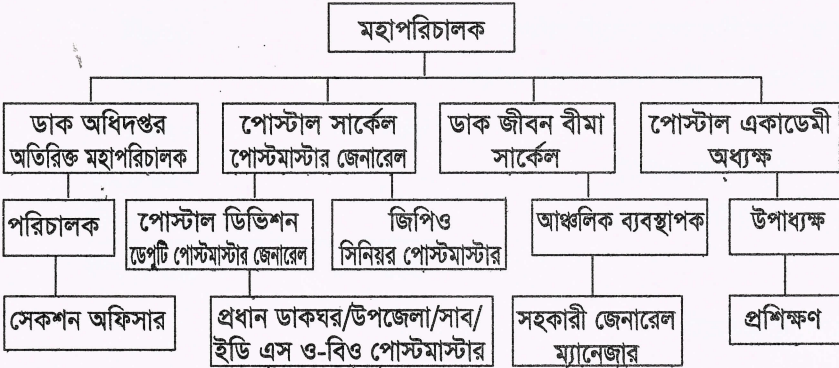
২.৩ সকল কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান : ডাক বিভাগের ৪টি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি) ও ১টি পোস্টাল একাডেমীর মাধ্যমে সর্বস্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণবিহীন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ডাক বিভাগে নেই।

২.৪ সুনির্দিষ্ট আইন কানূনের মাধ্যমে পরিচালিত : ডাক বিভাগের প্রতিটি কাজকর্ম সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট আইন ও বিধিবিধান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিভাগীয় কাজ পরিচালনা পদ্ধতি সম্বলিত ও আইন কানূন সমৃদ্ধ পি ও ম্যানুয়েল, পি ও গাইড, সেভিংস ব্যাংক রুলস, ইত্যাদি আইন গ্রন্থগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

২.৫ পোস্ট অডিট ব্যবস্থা : ডাক বিভাগই একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা গৃহীত অর্থ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে এবং এর জন্য প্রি-অডিটের প্রয়োজন হয় না। ডাক বিভাগের আর্থিক লেনদেনের অডিট পরবর্তীতে সম্পাদন করা হয়।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক ডাক বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ডাক বিভাগের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত। ডাক অধিদপ্তরে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনে ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ১২ জন পরিচালক, ২২ জন সেকশন অফিসার সহায়তা প্রদান করে থাকে। পোস্টাল সার্ভিস সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ৪টি পোস্টাল সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পোস্টাল সার্কেলের দায়িত্বে একজন পোস্টমাস্টার জেনারেল নিয়োজিত আছেন। প্রতিটি পোস্টাল সার্কেল কতগুলো পোস্টাল ডিভিশন নিয়ে গঠিত। এই ডিভিশনের প্রধান হলেন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল। প্রতিটি ডিভিশনের আওতায় হেড পোস্ট অফিস, উপজেলা পোস্ট অফিস, বিভাগীয় উপ/শাখা পোস্ট অফিস রয়েছে, যারা মূলতঃ ডাক সার্ভিস প্রদান করে থাকে। সমগ্র দেশে ৪টি জিপিও রয়েছে। জিপিও গুলো সরাসরি সার্কেল অফিসের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে। ডাক জীবন বীমার কাজ পরিচালনার জন্য ২টি জীবন বীমা সার্কেল রয়েছে, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন জেনারেল ম্যানেজার। ডাক জীবন বীমার পলিসি সংগ্রহ ও দাবী নিষ্পত্তির জন্য মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক ম্যানেজার ও সহকারী জেনারেল ম্যানেজার রয়েছে। ডাক বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও ১ম লাইন সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের পোস্টাল একাডেমী রয়েছে যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন অধ্যক্ষ। এ ছাড়াও সর্বস্তরের নন গেজেটেড পোস্টাল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সারা দেশে ৪টি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে।



৩.২ পোস্ট অফিস ও কর্মচারীদের সংখ্যা

প্রতিবছর সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পোস্ট অফিসের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তবে লক্ষণীয় যে, বিভাগীয় কোন নতুন পদ সৃষ্টি একেবারেই হচ্ছে না। যে সকল নতুন পোস্ট অফিস স্থাপিত হচ্ছে তার পুরোটাই বিভাগীয় শাখা ডাকঘর। অ-বিভাগীয় পোস্ট অফিসে কর্মরত অ-বিভাগীয় কর্মচারীরা ফুলটাইম কর্মচারী বা সরকারি কর্মচারী নয়। তাঁরা নির্দিষ্ট কিছু সম্মানীর বিনিময়ে দৈনিক কয়েকঘণ্টা কাজ করে থাকেন।

একজন অ-বিভাগীয় পোস্টমাস্টার প্রতিমাসে ৮৮৯.৯২ টাকা, অবিভাগীয় শাখা পোস্টমাস্টার ৬৮২.৫৬ টাকা, অ-বিভাগীয় পোস্টম্যান ৬৬৮.৬১ টাকা, অ-বিভাগীয় শাখা পোস্টমাস্টার ৬৮২.৫৬ টাকা, অ-বিভাগীয় পোস্টমাস্টার ৬৬৮.১৬ টাকা, অ-বিভাগীয় মেইল ক্যারিয়ার ৬৪০.৮০ টাকা, অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারী ৬৩১.৪৪ টাকা হারে সম্মানী পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন ধরনের পোস্ট অফিস ও পোস্টাল কর্মচারীদের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল :

১।	বিভাগীয় পোস্ট অফিস	-	১৪১২ টি
২।	অ-বিভাগীয় পোস্ট অফিস	-	৮৪৩৬ টি
		সর্বমোট =	৯৮৪৮ টি

বিভাগীয় পোস্ট অফিস

১ (ক)	জিপিও	-	৪টি
	(খ) হেড পোস্ট অফিস, এ গ্রেড	-	২১টি
	(গ) হেড পোস্ট অফিস, বি গ্রেড	-	৪৫টি
	(ঘ) উপজেলা পোস্ট অফিস	-	৪০১টি
	(ঙ) সাব পোস্ট অফিস	-	৯৪০টি
	(চ) বিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস	-	১১টি
		মোট =	১৪১২ টি

অ-বিভাগীয় পোস্ট অফিস

১ (ক)	বিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	-	৩২৩টি
২ (ক)	অ-বিভাগীয় শাখা পোস্ট অফিস	-	২১টি
		মোট =	৮৪৩৬ টি
৩।	বিভাগীয় কর্মচারী	-	১৬৮৬৩টি
৪।	বিভাগীয় কর্মচারী	-	২৩৮৭২টি
		মোট =	৪০৭৩৫টি

বিভাগীয় কর্মচারী

৩	(ক) প্রথম শ্রেণী	-	২৩৫ জন
	(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী	-	৫৩ জন
	(গ) তৃতীয় শ্রেণী	-	১২০৩৩ জন
	(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী	-	৪৫৪২ জন

অ-বিভাগীয় কর্মচারী

৪ (ক) অ-বিভাগীয় সাব পোস্টমাস্টার -	৩২৩ জন
(খ) অ-বিভাগীয় শাখা পোস্টমাস্টার -	৮৮১৩ জন
(গ) অ-বিভাগীয় মেইল ক্যারিয়ার -	৮১৯৮ জন
(ঘ) অন্যান্য অ-বিভাগীয় কর্মচারী -	৫৮৭৮ জন
(ঙ) অন্যান্য অ-বিভাগীয় কর্মচারী -	১৩৬০ জন
<hr/>	
মোট = ২৩৮৭২ জন	

৪. ডাক পরিবহনের মাধ্যম

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বিভিন্ন মাধ্যমে ডাক পরিবহণ করে থাকে। কতিপয় সীমিত রুটে নিজস্ব মেইল মটর সার্ভিসের মাধ্যমে ডাক পরিবহন করলেও ডাক বিভাগ পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নিম্নে এর চিত্র তুলে ধরা হল :

ডাক পরিবহনের মাধ্যম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

পরিবহণ মাধ্যম	দূরত্ব (কিলোমিটার)
ক) রানার	৩৮৭৩৯.০৬
খ) রেলওয়ে	৮২৯৮.৭৮
গ) মেইল জলযান	৩৫৯৪.৯৮
ঘ) মেইল মটর সার্ভিস	১৩৯৬০.০০
ঙ) বিমান	৪০৭.২৭

* সূত্র : ডাক বিভাগ : সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০, অক্টোবর' ২০০২।

৫. ডাক বিভাগের সার্ভিসসমূহ

ডাক বিভাগকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হলেও আজ এর বাণিজ্যিক দিকের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ডাক বিভাগের কার্যক্রমকে প্রধান ২ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ক) মূল সার্ভিসসমূহ ও খ) এজেন্সী সার্ভিসসমূহ।

৫.১ ক) ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ পরিবহণ ও বিতরণ : ডাক বিভাগের মূল কাজ হল সকল ধরনের ডাক দ্রব্যাদি পোস্টঅফিস ও আর এম এস কাউন্টারের মাধ্যমে সংগ্রহপূর্বক এগুলো পরিবহণ করে গ্রাহকের নিকট বিলি করা। ডাক দ্রব্যাদির পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

ডাক দ্রব্যাদির পরিসংখ্যান

বৎসর	মোট ডাক দ্রব্যাদি (কোটি) টাকায়
১৯৯৫-৯৬	২৭.১৯
১৯৯৬-৯৭	২৮.১৩
১৯৯৭-৯৮	২৮.৫৩
১৯৯৮-৯৯	২৬.৪০
১৯৯৯-০০	২৭.৩৪
২০০০-০১	২৭.৩৮
২০০১-০২	২৭.৫৯

৫.১.খ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র আদান প্রদান: ডাক বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে চিঠিপত্রসমূহ সংগ্রহ, পরিবহণ ও বিতরণ করা। ডাক বিভাগ তার বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশী, বিদেশী সাধারণ ও রেজিঃ পত্র ইস্যু ও বিলি করে এসেছে।

৫.১.গ) মনিঅর্ডার: বর্তমানে মনিঅর্ডার ডাক বিভাগের মূল কাজের একটি হলেও অতীতে মনি অর্ডার ও সেভিংস ব্যাংক প্রথমে কালেকটরের হাতে ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হতে মনিঅর্ডারের কাজ ডাকঘরের উপর অর্পিত হয়। অভ্যন্তরীণ মনিঅর্ডার সর্বোচ্চ ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত করা যায়। এর কমিশন হল প্রতি ১০ টাকা বা এর অংশ বিশেষের জন্য ২৫ পয়সা ও অতিরিক্ত আরও ২৫ পয়সা। মনিঅর্ডারের মূল্য ৫০০/- টাকা হলে উহা রেজিঃ ডাকে প্রেরণ করা হয়। যে সব পোস্ট অফিসে জিইপি সার্ভিস চালু আছে সে-সব পোস্টঅফিস থেকে জিইপি মনিঅর্ডার ইস্যু ও বিলি করার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে জি ই পি চার্জ হিসেবে অতিরিক্ত ১০ টাকা প্রদান করা হয়। বৈদেশিক মনিঅর্ডার ব্যবস্থা শুধু ইনকামিং অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে কোথাও মনি অর্ডার প্রেরণ করা যায় না। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মনিঅর্ডারের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল :

অভ্যন্তরীণ মনিঅর্ডার

বছর	সংখ্যা (লক্ষ)	অভিহিত মূল্য (কোটি টাকা)	প্রাপ্ত কমিশন (কোটি টাকা)
১৯৯৫-৯৬	৩৪.২৬	৩১৩.১৫	৭.৭৫
১৯৯৬-৯৭	৩৫.৮৮	৩২১.৪৪	৮.৪২
১৯৯৭-৯৮	৩৮.৮২	৩১৩.৯৩	৮.২৪
১৯৯৮-৯৯	৪৩.৭১	৩২৯.৪৭	৭.০৭
১৯৯৯-০০	৩৪.২৬	৩২৬.৩২	৭.১৫
২০০০-০১	৩২.৭৩	৩৩৩.৮৭	৭.৫০
২০০১-০২	৩৪.৪১	৩৯৩.৪১	৯.৫৭

বৈদেশিক মনিঅর্ডার

বছর	সংখ্যা (লক্ষ)	অভিহিত মূল্য (কোটি টাকা)	প্রাপ্ত কমিশন (কোটি টাকা)
১৯৯৫-৯৬	১.৯৩	১৫৭.৯৮	৮৮.৭২
১৯৯৬-৯৭	১.৫৩	১২৬.০৪	৯০.৩৮
১৯৯৭-৯৮	১.০৭	৮৪.৫২	৬৪.১০
১৯৯৮-৯৯	০.৯০	৭৭.৪০	৫৪.০১
১৯৯৯-০০	৮.৮৬	৭৮.২১	৫১.৯২
২০০০-০১	৮.৭৬	৬৬.৬৬	৪৫.২০
২০০১-০২	০.৭৮	৭৭.৩৫	৪৬.৮০

- ৫.১. ঘ) পার্সেল : পার্সেল ও প্যাকেট সার্ভিস অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলন রয়েছে। বিদেশে এয়ার মেইল ও সী মেইল উভয় মাধ্যমে পার্সেল ও প্যাকেট প্রেরণ করা যায়।
- ৫.১. ঙ) বীমা : অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বীমা যোগে পত্রসহ অন্যান্য ডাক দ্রব্যাদি প্রেরণ করা যায়। এই সার্ভিস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- ৫.১. চ) ভিপিপি ও ভিপিএল : ভ্যালু পেএবল পার্সেল (ভিপিপি) ও ভ্যালু পেএবল লেটার (ভিপিএল) - এ ২টি সার্ভিস ডাক বিভাগের অত্যন্ত পুরাতন সার্ভিস। অনেক ব্যবসায়ীই এ সার্ভিসের সুযোগ নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের যে কোন ডাকঘর থেকে এ সার্ভিস গ্রহণ করা যায়।
- ৫.১. ছ) রেজিস্টার্ড নিউজ পেপার : সংবাদ পত্র প্রেরণ করার জন্য এই সার্ভিসের সুযোগ নেয়া হয়। এর ডাক মাশুল অত্যন্ত কম।
- ৫.১. জ) ইন্টেলপোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস) : বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৮৮ সালে ঢাকা জিপিও-ভিত্তিক এই সার্ভিসটি চালু করে। বর্তমানে ২০টি দেশের সাথে এই ফ্যাক্স সার্ভিসটির কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে।
- ৫.১. বা) জিইপি : জিইপি (গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্ট) সার্ভিসটি ১৯৮৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চালু করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে জিইপি দ্রব্যাদি বিলি করা হয়ে থাকে। এই সার্ভিসের টার্গেট হল বুকিংকৃত দ্রব্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলি দেয়া। বর্তমানে ৬৪টি পোস্টঅফিস/আরএমএস কাউন্টারের মাধ্যমে জিইপি দ্রব্যাদি বুকিং করা হয়।

জিইপি এর পরিসংখ্যান

বৎসর	মোট ডাক দ্রব্যাদি (কোটি) টাকায়
১৯৯৫-৯৬	৬.২৩
১৯৯৬-৯৭	৭.২২
১৯৯৭-৯৮	৮.২৫
১৯৯৮-৯৯	৮.৫৫
১৯৯৯-০০	১৮.০৫
২০০০-০১	১১.২০
২০০১-০২	১০.৫১

৫.১. এ) ই এম এস : ই এম এস (এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস) এর মাধ্যমে দেশের বাইরে স্বল্পতম সময়ে পত্র বা ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যায়। ডাক বিভাগ ১৯৮৪ সালে এই সার্ভিস চালু করে। বর্তমানে বিশ্বের ৪৮টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ই এম এস যোগাযোগ রয়েছে।

ই এম এস এর পরিসংখ্যান

বৎসর	প্রেরণ সংখ্যা (লক্ষ)	মোট ডাক দ্রব্যাদি (কোটি) টাকায়
১৯৯৫-৯৬	১.১৮	১.০৪
১৯৯৬-৯৭	১.১৯	১.১১
১৯৯৭-৯৮	১.০৭	১.০৬
১৯৯৮-৯৯	০.৯৯	১.০৫
১৯৯৯-০০	১.০৬	১.০৩
২০০০-০১	১.১২	০.৯৪
২০০১-০২	১.১২	০.৯৩

৫.১. ট) ইপিপি : এক্সপ্রেস পার্সেল পোস্ট (ইপিপি) সার্ভিসটি ১৬-৮-২০০০ তারিখে চালু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট শহরের মধ্যে দ্রুত সময়ে স্বল্প খরচে পার্সেল / প্যাকেট বিলির উদ্দেশ্যে এই সার্ভিসটি চালু করা হয়।

৫.১. ঠ) ই-পোস্ট : ডাক বিভাগের ই-পোস্ট সার্ভিসটি ১৬-৮-২০০০ তারিখে চালু হয়। মূলতঃ ইন্টারনেট ভিত্তিক ই-মেইল সার্ভিস। ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম জিপিওসহ মৌলভীবাজার, ফেনী, সিলেট, রংপুর হেড পোস্ট অফিসে প্রাথমিকভাবে এই সার্ভিসটি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি জেলা শহরের পোস্ট অফিসগুলোতে এই সার্ভিস চালু করা হবে। প্রতিটি ই-পোস্ট কেন্দ্রে

এসে গ্রাহকরা ই-মেইল প্রেরণ করতে পারবেন এবং একই সাথে পোস্ট অফিসের ই-মেইল নম্বর/ হিসাবটি ব্যবহার করতে পারবে। প্রাপ্ত ই-মেইলগুলো গ্রাহকদের নিকট পোস্টম্যানদের মাধ্যমে দ্রুত বিলি করা হয়।

৫.১ ড) এ ছাড়াও বাংলাদেশ পোস্টাল অর্ডার বিক্রয়, ভাংগানো ও ব্রিটিশ পোস্টাল অর্ডার ভাংগানোর সুযোগ পোস্ট অফিসে রয়েছে।

৫.২ এজেন্সী সার্ভিসসমূহ : বাংলাদেশ ডাক বিভাগ মূল ডাক সার্ভিসের বাইরেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নামমাত্র কমিশনের বিনিময়ে অনেকগুলো এজেন্সী সার্ভিস প্রদান করে আসছে।

৫.২ ক) পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক : গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে আজও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা গড়ে উঠেনি, পোস্ট অফিস, সেভিংস ব্যাংক সেখানে সাধারণ মানুষদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ৩০/০৬/২০০২ পর্যন্ত পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে সাধারণ সংখ্যা ৩১,২০,৩২৮টি এবং মেয়াদী হিসাবের সংখ্যা ৪,২৯,০৭৩ টি।

সেভিংস ব্যাংকে লেনদেনের পরিসংখ্যান

বৎসর	জমা (কোটি টাকা)	উঠানো (কোটি টাকা)	স্থিতি
১৯৯৭-৯৮	৮২২.৮৬	১০৭৩.৮০	(-)২৫১.৩৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯২.০০	০৭৬.১৮	(-)১৮৪.১৮
১৯৯৯-০০	৯৮৪.৭৭	১০৭৫.০১	(-)৯০.২৪
২০০০-০১	১২২১.১৮	১১৫৫.০৪	(+)৬৬.১৪
২০০১-০২	১৭২৪.৮৯	১৩৫২.৪২	(+)৩৭২.৪৭

সূত্র : সঞ্চয় শাখা, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।

৫.২ খ) সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাংগানো) : পোস্ট অফিস থেকে সরকারের বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাংগানো হয়। পোস্ট অফিসে দিন দিন সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে পরিবার সঞ্চয়পত্র, ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র চালু হওয়ার পর থেকে পোস্ট অফিস যেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

সঞ্চয়পত্র লেনদেনের পরিসংখ্যান

বৎসর	জমা (কোটি টাকা)	উঠানো (কোটি টাকা)	স্থিতি
১৯৯৭-৯৮	৬৫২.৬০	৩০৪.৪২	(+)৩৪৮.১৮
১৯৯৮-৯৯	৭৩৫.৪৭	৩৫৫.৫৭	(+)৩৭৯.০৯
১৯৯৯-০০	৯৯৭.৮৮	৫৩২.৮২	(+)৪৬৫.০৬
২০০০-০১	১১১৯.১১	৬৩৫.৯৩	(+)৪৮৩.১৮
২০০১-০২	১৪১০.৬৮	১১০৩.১১	(+)৩০৬.৮০

৫.২. গ) ডাক জীবন বীমা : ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত বীমা সার্ভিস। এর প্রিমিয়ামের হার কম ও বোনাসের হার বেশি। মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেওয়া যায় বিধায় স্বল্প আয়ের লোকদের মধ্যে এই বীমা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা তাদের বেতন বিল থেকে মাসিক প্রিমিয়ামের টাকা কর্তন করতে পারেন।

ডাক জীবন বীমার পরিসংখ্যান

	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২
মোট বীমার সংখ্যা	১৭,১০১ টি	১৫,৩৫১ টি
প্রিমিয়াম আদায়	১৮৯৫১৬৫৭৫ টি	৮৫৫৫৮০০০০ টি
মোট বীমাকৃত টাকার পরিমাণ	৯০৪২৫৭৭৯ টি	১০৩৯৫ টি
দাবী নিষ্পত্তির সংখ্যা	৬৪০৯ টি	১৩০৫৯৬৫২০ টি
দাবী নিষ্পত্তিতে টাকার পরিমাণ	৯০৪২৫৭৭৯ টি	২২৫৬ টি
ঋণ প্রদানে টাকার পরিমাণ	২৬৪৪ টি	২৯৪০১৯৯৯ টি
বর্তমানে চালু বীমার সংখ্যা	২৯৯০৯৯৫০ টি	১৪৫৫০৬ টি
ডাক জীবন বীমার ব্যবস্থাপনা খরচ	৭০৫৮২৩৯৮ টাকা	৭১৭০৩২৯৯ টাকা

৫.২. ঘ) নন পোস্টাল স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ : সরকারের যত ধরনের রাজস্ব যা স্ট্যাম্পের মাধ্যমে আদায় হয়, সে সকল স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও তা সকল সরকারি জেলা ট্রেজারীতে সরবরাহ/বিতরণ করার দায়িত্ব পালন করে চলছে। সে সব স্ট্যাম্পের মধ্যে নন জুডিশিয়াল, জুডিশিয়াল, রাজস্ব, বিডি ব্যান্ডরোল, এডহেসিভ কোর্ট-ফি স্ট্যাম্প, এক সাইজ, বেতার স্ট্যাম্প ইত্যাদি অন্যতম।

- ৫.২. ঙ) বেতার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন : ডাক বিভাগ সরকারের পক্ষে সকল প্রকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক বেতার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। ডাক বিভাগের বেতার লাইসেন্স পরিদর্শকগণ এ কাজের তদারকি করে। অবশ্য এ কাজটি ডাক বিভাগের জন্য অলাভজনক।
- ৫.২. চ) যানবাহন কর আদায় ও ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন : ডাক বিভাগ তার নির্ধারিত কিছু ডাকঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি, যানবাহন কর, রুট পারমিট ফি, ফিটনেস ফি, মালিকানা হস্তান্তর ফি ইত্যাদি আদায় করে থাকে। এ ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় করে থাকে।
- ৫.২. ছ) রাজস্ব, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিডি ব্যান্ডরোল বিক্রি : পোস্ট অফিসে প্রাইজবন্ড বিক্রি ও ভাংগানোর সুবিধা রয়েছে।
- ৫.২. ঝ) টেলিফোন বিল বিতরণ ও আদায় : পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টেলিফোন বিল গ্রাহকদের নিকট বিতরণ করা হয়। ডিমান্ড নোট ও টেলিফোন বিলের টাকা পোস্ট অফিসে গ্রহণ করা হয়।
- ৫.২. ঞ) ফোন কার্ড ও চিফস কার্ড বিক্রয় : পোস্ট অফিসে ফোন কার্ড ও চিফস কার্ড বিক্রির ব্যবস্থা আছে।

এজেন্সী সার্ভিস হতে আয়ের পরিসংখ্যান

বৎসর	প্রেরণ সংখ্যা (লক্ষ)
১৯৯৫-৯৬	২১.১৮
১৯৯৬-৯৭	২১.৫৮
১৯৯৭-৯৮	২২.২৯
১৯৯৮-৯৯	২২.৪৯
১৯৯৯-০০	২৪.৯৪
২০০০-০১	২৭.৩৬
২০০১-০২	৩৩.৭৮

৬. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হল।

৬.১ ডাক বিভাগের আয়ের পরিসংখ্যান (২০০১-২০০২)

আয়ের প্রধান খাত	টাকা
ডাক টিকিট বিক্রয়	৪৫০০৮৩৪১৮
নগদ আদায়কৃত ডাক মাশুল (ফেঞ্চিং মেশিন)	২৯৯৫৯৬৭৪৫
বৈদেশিক ডাক প্রশাসন থেকে প্রাপ্তি	৪০৩৮৫৯১৪
এম ও, বিপি ও কমিশন	৯৮২৬৬৫১৯
বিবিধ প্রাপ্তি	২৯৮৪৫০৫২
বি আর এল	৮৪৬৮৪৫
এজেন্সী কমিশন	৩৩৭৭৬৪২৭২
সর্বমোট আয়	১২৫৬৭৮৮৭৬৫

৬.২ ডাক বিভাগের ব্যয়ের পরিসংখ্যান (২০০১-২০০২)

ব্যয়ের প্রধান খাত	টাকা
বেতন ও পেনশন	১৫৮২৫১৩৫৫৭
সরবরাহ ও সেবা	২৫৪২৭৪২৮২
মেরামত ও সংরক্ষণ	২২৪১১৭৮৫
ঋণের সুদ	
ইউ পি ইউ এর চাঁদা	
অন্যান্য	→ ১৬৪৭৪৫৭৮৪
হিসাব ও নিরীক্ষা	৫২২২৫৩০৫
সর্বমোট	২০৭৬১৭০৭০৯

৬.৩ আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা

বছর	আয়	ব্যয়	ঘাটতি
২০০০-২০০১	১১৯,৭২,৪৭,০০০	২০৩,১৭,৭৩,০০০	৭৬,৭৪,৫৪,০০০
২০০১-২০০২	১২৫,৬৭,৮৮,৭৬৫	২০৭,৬১,৭০,৭০৯	৮১,৯৩,৮১৯,৪৪

উপরের তথ্য হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘাটতি বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপ :

- (১) ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ফলে ঐ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সাথে একই সময়ে ডাক বিভাগের ব্যবহৃত অন্যান্য

- জিনিসের ব্যয় বৃদ্ধি এবং ডাক পরিবহণ খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু ১৯৮৯ সাল হতে অদ্যাবধি অভ্যন্তরীণ ডাক মাশুল ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে যা ১-৩-৯৯ হতে কার্যকর।
- (২) খাম মুদ্রণ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে প্রতিটি খামের মুদ্রণ খরচ ছিল ২০ পয়সা এবং বর্তমানে তা বেড়ে ৬২ পয়সা হয়েছে।
- (৩) প্রত্যেক বৎসর ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (DSL) এর জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের উপর সুদ প্রদান করতে হয়। ভবিষ্যতে এই খরচ আরো বৃদ্ধি পাবে।
- (৪) জনগণের মধ্যে গ্রামীণ ডাক সেবা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী বৎসরে তা ১৬কোটি টাকা ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে অবিভাগীয় পোস্ট অফিস (ইডি পোস্ট অফিস) পরিচালনা করা হয়।
- (৫) Audit & Accounts একটি আলাদা ডিপার্টমেন্ট অথচ Audit & Accounts Department এর যে সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী ডাক বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও অডিটের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের বেতন ও ভাতা বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি টাকা ডাক বিভাগের বাজেট হতেই কেটে নেয়া হয়।

৭. উন্নয়ন প্রকল্প : বাংলাদেশ ডাকবিভাগে বর্তমানে নিম্নলিখিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নধীন আছে।

৭.১ চলমান প্রকল্পসমূহ

- ক) ১১৪ টি উপজেলা পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-১৩৭২ লক্ষ টাকা।
- খ) গ্রামীণ পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প-২য় পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়-৯০০ লক্ষ টাকা।
- গ) ২০টি টিএসও এবং ৮০ ইউনিট আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-৯৯৮ লক্ষ টাকা।
- ঘ) ১২ টি মেইল ও সার্টিং অফিস এবং ৫২টি সাব পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (৩০টি গাড়ী ক্রয় সহ), প্রকল্প ব্যয়-৯৯৮.৯১ লক্ষ টাকা।
- ঙ) অটোমেটিক লেটার সার্টিং মেশিন প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-২৮১৯.৫৮ লক্ষ টাকা।
- চ) গ্রামীণ পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প ৩য় পর্যায় প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-১৫৩৫.৪০ লক্ষ টাকা।
- ছ) হেড পোস্ট অফিস বিভাগীয় অফিস নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-৭১৩.২২ লক্ষ টাকা।
- জ) মোবাইল ভ্যান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প, প্রকল্প ব্যয়-৮৩০ লক্ষ টাকা।

৭.২ নতুন প্রকল্পসমূহ

- ক) সকল জেলায় (হেড পোস্ট অফিসে) ই-পোস্ট সার্ভিস প্রবর্তন।
- খ) পোস্টাল প্রিন্টিং প্রেসের মানোন্নয়ন।

- গ) কাউন্টার অটোমেশন পাইলট প্রকল্প এবং ওয়েব সাইট প্রবর্তন।
- ঘ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের উন্নয়ন।
- ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৮ ডাক বিভাগের শক্তি (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity), চ্যালেঞ্জ (Threat)

৮.১ শক্তি (Strength)

- ক) বিস্তৃত নেটওয়ার্ক : ডাক বিভাগ তার ৯৮৪৮ টি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেশের শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে। এতবড় বিস্তৃত নেটওয়ার্ক খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানেরই রয়েছে।
- খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল : প্রশিক্ষণবিহীন কোন কর্মচারী ডাক বিভাগে নাই। ডাক বিভাগের সকল কর্মচারীকেই মৌলিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।
- গ) জনগণের আস্থা : ডাক বিভাগের উপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অগাধ।
- ঘ) স্বল্প মূল্যে ডাক সেবা প্রদান : ডাক বিভাগ নামমাত্র মূল্যে জনসাধারণকে ডাক সেবা প্রদান করছে। একটি সাধারণ চিঠির ডাক মাসুল মাত্র ২.০০ টাকা।
- ঙ) সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদান : ডাক বিভাগ প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি দিচ্ছে এর সমুদয় টাকা সরকার ভর্তুকী দিয়ে আসছে।

৮.২ দুর্বলতা (Weakness)

- ক) সনাতনী ব্যবস্থা (Tradional System) : ডাক বিভাগ উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমর্থ হয়নি। আজও এর প্রতিটি কাজকর্ম সনাতন পদ্ধতিতে চলছে।
- খ) অপরিাপ্ত গ্রাহক সেবা : ডাক বিভাগ তার গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত সার্ভিস প্রদানে সম্মত হচ্ছে না। সার্ভিসের মান দিন দিন অপরিবর্তনীয় থেকে যাচ্ছে।
- গ) যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারে অসমর্থ : অদ্যাবধিও কাউন্টার সার্ভিস, সঞ্চয় ব্যাংক, ডাক জীবন বীমার হিসাব সংরক্ষণে কম্পিউটারাইজেশন ব্যবস্থা চালু হয় নাই। এমনকি একটি লেটার সার্টিং মেশিনও স্থাপিত হয় নাই।
- ঘ) ডেলিভারী স্ট্রাকচারের স্বল্পতা : গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডাক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা খুবই সীমিত।

৮.৩ সুযোগ (Opportunity)

- ক) পৃথক সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠান : প্রাচীন ও সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সকলের নিকটেই রয়েছে। তাই ব্যাপক কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংককে একটি পৃথক ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলা যায়।
- খ) ডাক জীবন বীমার সম্প্রসারণ : ডাক জীবন বীমা পলিসি সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত। সঠিক ও দ্রুত হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ডাক জীবন বীমাকে আরও সম্প্রসারণ ও লাভজনক করার সুযোগ রয়েছে।

- গ) কমিশনভিত্তিক নতুন সার্ভিস প্রবর্তন : বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস ওয়াসার মত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের মাসিক বিল তৈরী, বিলের টাকা গ্রহণের কাজটি কমিশনভিত্তিতে ডাক বিভাগ করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। অস্ট্রেলিয়ায় এ ধরনের সার্ভিস রয়েছে, যার নাম ইউ আই পোস্ট।
- ঘ) আই টি ভিত্তিক সার্ভিস প্রবর্তন : ডাক বিভাগ ই-পোস্ট সার্ভিসকে প্রতিটি জেলা/উপজেলায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে সম্প্রসারিত করতে হবে। যেহেতু প্রতিটি জেলা/উপজেলায় ডাক বিভাগের নিজস্ব অবকাঠামো রয়েছে, তাই প্রতিটি জেলা-উপজেলায় সাইবার ক্যাফে খুলতে পারে (ব্রাউজিং এর সুবিধা সম্বলিত)। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবেও কাজ করতে পারে। তবে এর জন্য আগে প্রয়োজন নিজেদের কর্মীদেরকে আইটি এর উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া।
- ঙ) গ্রামীণ মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রবর্তন : গ্রামীণ এলাকায় ডাক বিভাগের ৮৪৩৬টি অবিভাগীয় শাখা ডাকঘর রয়েছে। উক্ত অবিভাগীয় শাখা ডাকঘরের পোস্টমাস্টারদেরকে কমিশনভিত্তিতে একটি মোবাইল ফোন দেয়া যেতে পারে। এতে ডাক বিভাগের আয় বাড়বে।

৮.৪ চ্যালেঞ্জ (Challenge)

- ক) মুক্ত বাজার অর্থনীতি : বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ডাক বিভাগের একচেটিয়া মনোপলি (Monopoly) বাস্তবে নেই। ডাক বিভাগের প্রতিটি পণ্যের বিকল্প থাকতে প্রতিযোগিতা দিন দিন বেড়েই চলছে।
- খ) ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ই-কমার্স : আজকাল গ্রাহকদের প্রয়োজন অতি অল্প সময়ে তথ্য ও ডকুমেন্ট প্রেরণ করা। তাই গ্রাহকরা ডাক সার্ভিস গ্রহণ না করে ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।
- গ) অলাভজনক পোস্টঅফিস স্থাপন : অলাভজনক পোস্ট অফিসগুলো বন্ধ করার কারণে প্রতি বছরেই ডাক বিভাগের লোকসানের পরিমাণ বেড়ে চলছে।

উপসংহার

যুগোপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণে ডাক বিভাগ ব্যর্থ হলেও এ কথা সত্য যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ও নির্ভরশীলতা আজও কমে যায়নি। বাজারে ডাক সার্ভিসের বিকল্প থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা কোন সময়েই বিলীন হয়ে যাবে না। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে যুগোপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণ ও এর যাথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ডাক বিভাগ তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে।

রেফারেন্স

- ১। আলম, ডঃ কাজী শরীফুল, মজার সখ ডাক টিকিট সংগ্রহ, ঢাকা, মে ১৯৯৩।
- ২। রহমান, আতাউর, ফিলাটেলীর জগৎ - THE POST-ITS EARLY DAYS IN THE SUBCONTINENT, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৩।
- ৩। BASKARAN, S.T., "THE INDIAN POSTAL SYSTEM"- an unpublished article.
- ৪। ডাক বিভাগঃ সংক্ষিপ্ত কর্মকাণ্ড, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা, অক্টোবর ২০০২।
- ৫। কুদ্দুস, খন্দকার রুহুল, ডাক দিগন্ত - ঢাকায় ডাক চলাচলের ইতিবৃত্ত, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০১।
- ৬। অপ্রকাশিত তথ্য, সঞ্চয় শাখা, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।
- ৭। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ১৩/০৭/৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার কার্যপত্র, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।